www.priofaridpur.com

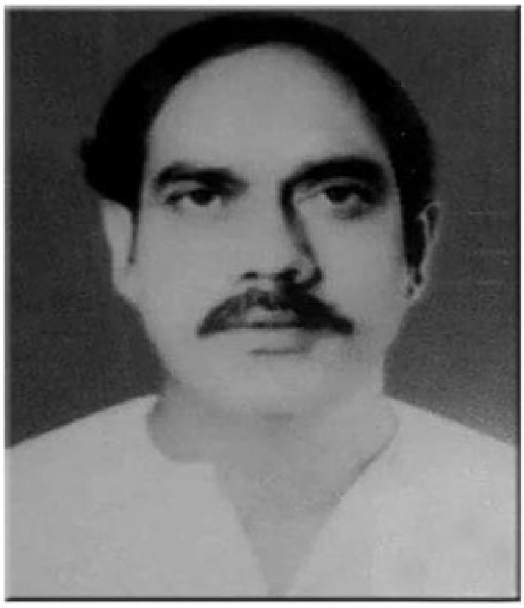

ইমাম উদ্দিন আহমেদ

১৯৩৫ সালের ২ রা জুলাই

ফরিদপুর শহরের কমলাপুর

ইমাম উদ্দিনের পিতা ছিলেন মরহুম নাসির উদ্দিন আহমেদ। ইমাম উদ্দিন রাজেন্দ্র কলেজ থেকে স্নাতক পাশ করেন। রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র অবস্থায়ই তিনি ১৯৫২-৫৩ সালে ছাত্র-ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপরের বছর বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। দীর্ঘ ৪ বছর ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ, ৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং ৫৬ সালে মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি ডাক এবং কপের ফরিদপুর জেলার চেয়ারম্যান ছিলেন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক ছিলেন। ১৯৭১ হতে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘদিন ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯৭০ সাল এম পিএ পরবর্তীতে এম সি এ এবং ১৯৭৩ সালে এম পি নির্বাচিত হন। এম পি থাকাকালীন সময়ে ফরিদপুরে প্রায় ৩০ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিস্ঠা করেন। ইমামউদ্দিন আহমেদ কমলাপুর উচ্চ বিদ্যালয়, শহীদ মেজবাহ উদ্দিন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শহীদ সালাউদ্দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। এক সময়ে ইয়াছিন কলেজ ও সারদা সুন্দরী কলেজের সভাপতি ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা ত্রানও পুনর্বাসন কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। সাহায্য ও পুনর্বাসন এবং প্রশাসনিক কাজে বৃহত্তর ফরিদপুরে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ইমামউদ্দিন আহমেদের স্ত্রী মিসেস রুশেমা ইমাম স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নারীদের পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ইমামউদ্দিন আহমেদ ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে কারাবরণ, নির্যাতন ও নিগৃহীত হয়েছিলেন। ফরিদপুরের রাজনীতিতে তিনি একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ২০০৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারিতে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়।